১২-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৭-১২-৮৩ মধুবন

ভিক্ষুক নয়, সদাসর্বদার জন্য অধিকারী হও

আজ, বিশ্ব রচয়িতা বাবা বিশ্ব পরিক্রমা করতে করতে তাঁর মিলন স্থান, বাচ্চাদের রুহানী আনন্দ মেলায় পৌঁছে গেছেন । বিশ্ব পরিক্রমায় তিনি কি দেখলেন ? সেই সকল আত্মা, দাতার বাচ্চারা ভিক্ষুক রূপে ভিক্ষা করছে । কেউ কেউ রয়্যাল ভিক্ষুক, কেউ কেউ সাধারণ । সবারই মুখের বা মনের থেকে একই ধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো, 'আমায় এই দাও আর আমায় ওই দাও' ! কেউ ধনের জন্য ভিখারি, কেউ সহযোগের ভিখারি, কেউ সম্বন্ধের ভিখারি, কেউ সাময়িক সুখ আর নিশ্চিন্ততার ভিখারি, কেউ আরামের বা নিদ্রার ভিখারি, কেউ এক ঝলক দর্শনের জন্য ভিখারি, কেউ মৃত্যুর জন্য ভিখারি, কেউ ফলোয়ার্সের জন্য ভিখারি । এইরকম অনেক প্রকারের, বাবার থেকে, মহান আত্মাদের থেকে, দেব আত্মাদের থেকে এবং সাকার সম্বন্ধে থাকা আত্মাদের থেকে এই দাও, ওই দাও বলে ভিক্ষা করছে । বেগার্সের দুনিয়া দেখে, বাপদাদা স্বরাজ্য অধিকারীদের সভায় এসে পৌঁছেছেন । যারা অধিকারী তারা কখনো এই দাও ওই দাও বলে ভিক্ষা করেনা, এমনকি তাদের সঙ্কল্পেও না । ভিখারিদের শব্দ, দাও, দাও , সেখানে অধিকারীদের শব্দ, এই সবই আমার অধিকার । এইরকম অধিকারী আত্মাই তো হয়েছো, তাই না ! তোমরা না চাইতেই, বাবা সকল অবিনাশী প্রাপ্তির অধিকার নিজে থেকেই তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন । সবাই তোমরা তোমাদের সঙ্কল্পে শুধুমাত্র একটা শব্দ প্রকাশ করেছো, আমার বাবা আর বাবা একবাক্যে বলেছেন, সর্ব খাজানার দুনিয়া তোমাদের । শুধুমাত্র একটা সঙ্কল্প বা শব্দসমষ্টি তোমাদের সর্বাধিকারী বানানোর নিমিত্ত হয়েছে । আমার আর তোমার এই দুটো শব্দ তোমাদেরকে চক্রের ফাঁদেও আটকে দেয় আবার এই দুই শব্দই সর্ব বিনাশী দুঃখময় চক্র থেকে মুক্ত করে সর্বপ্রাপ্তির অধিকারীও বানায় । তোমরা বিভিন্ন সব চক্র থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র এক স্বদর্শন চক্র নিয়েছো অর্থাৎ তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে গেছ । যখনই তোমরা কোনোরকম তন-মন-ধন -জন, সম্বন্ধ সম্পর্কের চক্রে ফেঁসে যাও, তো সেটার কারণ, তোমরা স্বদর্শন চক্র ছেড়ে দাও । স্বদর্শন চক্র সদাসর্বদা একটা আঙুলের ওপরেই দেখানো হয় । পাঁচ আঙুল বা দুই আঙুল নয় । একটা আঙুল অর্থাৎ একটাই সঙ্কল্প - আমি বাবার আর বাবা আমার । এই এক সঙ্কল্প রুপী এক আঙুলের ওপরে স্বদর্শন চক্র ঘোরে । যখন তোমরা এক সঙ্কল্প ছেড়ে অনেক সঙ্কল্প আঁকড়ে ধরো, তখন অনেক রকম চক্রের ফাঁদে পড়ে যাও । স্বদর্শন-চক্রধারী অর্থাৎ স্ব-এর অর্থাৎ নিজেকে দর্শন করা আর সদাসর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকা । স্ব দর্শন যদি না থাকে, তবে প্রসন্নচিত্ত হওয়ার পরিবর্তে প্রশ্নচিত্ত হয়ে যাও । প্রসন্নচিত্ত হওয়া অর্থাৎ যেখানে কোনো প্রশ্ন নেই । সুতরাং স্বদর্শন দ্বারা নিরন্তর খুশি এবং সন্তুষ্ট থাকা অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী । স্বপ্নের সঙ্কল্পেও বাবার সামনে ভিখারী রূপ নিও না, "এই কাজ করে দাও" অথবা "করিয়ে নাও" ! "এই অনুভব করাও" "এই বিঘ্ন সরিয়ে দাও" । মাস্টার দাতার দরবারে কোনো অপ্রাপ্তি হতে পারে ? এটা অবিনাশী স্বরাজ্য ; যে রাজ্যে সর্ব খাজানার ভান্ডার পরিপূর্ণ । ভান্ডার যখন ভরপুর তখন তাতে কি কোনো অভাব থাকতে পারে ? তোমরা না চাইতেই যে দাতা নিজে থেকেই অসীম এবং অবিনাশী সবকিছু দিয়ে দিচ্ছেন, তাঁকে বলারই কি প্রয়োজন আছে ! তোমাদের সঙ্কল্প বা ভাবনার থেকেও পদমগুণ বেশি বাবা নিজেই তোমাদের দিয়ে দেন । সুতরাং সঙ্কল্পেও এই ভিখারীভাব রেখোনা । একেই বলা হয় অধিকারী । এইরকম অধিকারী হয়েছো ? তোমরা এই গীতই তো গেয়ে থাকো, আমি সবকিছু পেয়ে গেছি , নাকি এই অনুযোগের গীত গাও - এখনও এটা আমাকে পেতে হবে, আমাকে এটা পেতে হবে ! যেখানে মনোযোগ (ইয়াদ) থাকে, সেখানে

অনুযোগ (ফরিয়াদ) থাকতে পারেনা । যেখানে অনুযোগ আছে সেখানে মনোযোগ নেই ! বুঝেছো তোমরা ?

কখনো কখনো রাজ্য অধিকারী স্থিতির ড্রেস বদলে, ভিক্ষে চাওয়া ভিখারির পুরানো ড্রেস তোমরা ধারণ করো না তো ? তোমার সংস্কাররূপী পেটিতে কোনকিছু লুকিয়ে তো রাখনি ? পেটি সমেত স্থিতিরূপী ড্রেস জ্বালিয়ে দিয়েছো নাকি প্রয়োজনের জন্য অবশিষ্টাংশ সরিয়ে রেখেছো ? তোমার সংস্কারে সামান্যতমও অংশমাত্র থাকতে দিও না । নয়তো, দোরঙা হয়ে যাবে, কখনো ভিখারী, কখনো অধিকারী, এইজন্য সদা এক শ্রেষ্ঠ রঙে রঙিন হয়ে থাকো । তোমরা যারা পাঞ্জাবের তারা রঙ লাগানোয় খুব চতুর, তাই না ? কাঁচা রঙে রঙ করো না তো ! রাজস্থানের তোমরা রাজ্য অধিকারী, তাই না ! অধীনতার সংস্কার তোমাদের নয় । তোমরা সদা রাজ্য অধিকারী । তৃতীয় গ্রুপ ইন্দোর, সদা মায়ার প্রভাবের ঊর্ধ্বে, সদা ইন- ডোর । অন্দরে থাকা অর্থাৎ যারা সদা বাবার ছত্রছায়ার অন্দরে থাকে । সেটাও তো মায়াজিৎ হওয়াই হলো, তাই না ! চতুর্থ গ্রুপ, মহারাষ্ট্র অর্থাৎ মহান আত্মা । মহান সবকিছুতে, তোমাদের সঙ্কল্প, বোল, কর্ম তিনেই অতিশয় মহান । মহান আত্মারা সদা সম্পন্ন আত্মা । চারদিকের চার নদী একত্রিত হয়েছে, কিন্তু তোমাদের সকলের সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হওয়ার অধিকার আছে, তাই না ? চারের সাথে পঞ্চম যারা ডবল বিদেশি । পাঁচ নদীর মিলন কোথায় ? মধুবনের তীরে । নদী আর সাগরের মিলন । আচ্ছা ।

যারা স্বরাজ্য অধিকারী এবং স্বদর্শন চক্রধারী তথা সদা প্রসন্নচিত্ত থাকে, যারা সর্ব খাজানায় ভরপুর মহান আত্মাদের, যারা স্বপ্নের মধ্যেও ভিখারিভাব সমাপ্ত করে, দাতার এমন মালামাল বাচ্চাদের অবিনাশী বাপদাদার অমর ভব এবং সদা সম্পূর্ণ স্বরূপ ভব -র বরদান, স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্টিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -
১) কতো ভাগ্যবান তোমরা যে বিভিন্ন জায়গার শাখাসমূহকে এক বৃক্ষের বানানো হয়েছে । এখন, সবাই তোমরা নিজেদের একই বৃক্ষের মনে করো, তাই না ! সবাই একই চন্দন বৃক্ষ হয়েছো । আগে তোমরা ছিলে বিভিন্ন ধরণের কাঠের টুকরো । এখন, সবাই তোমরা চন্দন বৃক্ষের টুকরো হয়েছো । চন্দন সুগন্ধি দেয় । প্রকৃত চন্দনের কতো ভ্যালু ! আর ভালোবেসে সবাই চন্দনকে নিজেদের কাছে রাখে । চন্দনের মতো এমন সুগন্ধি দেওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাবাও সদা সাথে রাখেন । এক হলো, বাবা সদা তোমাদের সাথে রাখেন আর দ্বিতীয়তঃ , বিশ্বের সামনে তোমরা অমূল্য রত্ন । বিশ্ব এখনো জানেনা, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কতো উচুঁ নজরে তারা তোমাদের দেখবে ! নক্ষত্রদের যেমন উঁচু নজরে দেখে ঠিক সেভাবেই তোমাদের অর্থাৎ জ্ঞান নক্ষত্রদের দেখবে । তোমরা যে ভ্যাল্যুয়েবল হয়ে গেছ, তাই না ! তোমরা শুধু চন্দন বৃক্ষের হয়ে গেছ, ভগবানের সাথী হয়ে গেছ । সুতরাং, সদা নিজেকে বাবার সাথে থাকা নামিগ্রামী (বিখ্যাত) আত্মা মনে করো তো ? তোমরা কতো প্রসিদ্ধ, যারা আজও পর্যন্ত জড় চিত্রে মহিমান্বিত এবং পূজিত হও । সারা কল্প ধরে তোমরা নামিগ্রামী থাকো ।
ঘরে বসে বসেই তোমরা পদ্মাপদম সৌভাগ্যবান হয়ে গেছ, তাই না ! সৌভাগ্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে । তোমরা ভাগ্যের পিছু নাওনি, বরং ভাগ্যই তোমাদের ঘরে পৌঁছে গেছে । এইরকম সৌভাগ্যবান আর কেউ হতে পারে ! জীবনই শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে । জীবন এক-দু'ঘন্টার নয় ! জীবন সদাকালের ! তোমরা শুধু যোগীই হওনি, বরং যোগী জীবন যাপনকারী হয়ে গেছ । যোগী জীবন অর্থাৎ নিরন্তর যোগী । যে নিরন্তর যোগী হবে তার ভোজনপান করতে করতে, চলতে-ফিরতে, বাবা

আর আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা – সদা এই স্মৃতি থাকবে । বাবাও যেমন বাচ্চাও তেমন, যা বাবার গুণ, যা বাবার কার্য, তা' বাচ্চাদেরও । একেই বলা হয়ে থাকে যোগী জীবন । এমন যোগীরা সদা একের ভালোবাসায় মগ্ন থাকে, তারাই পারে সবসময় প্রফুল্ল থাকতে । মনের প্রফুল্লতা শরীরকেও প্রভাবিত করে । যখন তোমরাই সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ, যেখানে সবকিছুতে প্রাপ্তি সেখানে তো প্রফুল্লতা থাকবেই, তাই না ! দুঃখের লেশমাত্র নেই । সদা সুখস্বরূপ অর্থাৎ সদা উৎফুল্ল । দুঃখের দুনিয়ার প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ নেই । দুঃখের দুনিয়ার প্রতি যদি তোমাদের বুদ্ধি যায়, তাহলে বুদ্ধির যাওয়া অর্থাৎ আকর্ষণ, যারা সদা উৎফুল্ল থাকে তারা দুঃখের দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনা । যদি তোমরা আকৃষ্ট হও তবে তোমরা প্রসন্ন থাকতে পারোনা । অতএব, সদা প্রসন্ন থাকো । উত্তরাধিকার সদাসর্বদার ! এটাই বিশেষত্ব ।

সঙ্গমযুগ, বরদানের যুগ । বরদানের যুগে যারা পার্ট প্লে করবে তারা তো সদা বরদানী হবে, তাই না ! বরদান থাকলে মেহনত করার প্রয়োজন নেই । যেখানে মেহনত আছে, সেখানে বরদান নেই । সবাই তোমরা রাজ্যভাগ্য বরদানরূপে লাভ করেছো, নাকি মেহনতের দ্বারা ? তোমরা বরদাতার বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে বরদান লাভ করেছো । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বরদান, অবিনাশী ভব ! তোমরা যখন অবিনাশী হয়েছো তখন অবিনাশী বরসা স্বতঃই লাভ করবে । তোমরা অবিনাশী যুগের অবিনাশী আত্মা । বরদাতা তোমাদের বাবা হয়েছেন, শিক্ষক হয়েছেন এবং সদগুরু হয়েছেন, তাহলে আর বাকি কি থাকলো । সদা এইরকম স্মৃতি থাকতে হবে । অবিনাশী হওয়া অর্থাৎ সদা একরস স্থিতিতে স্থিত । কখনো উপরে কখনো নীচে নয়, কেননা তোমরা বাবার উত্তরাধিকার লাভ করেছো,বরদানপ্রাপ্ত হয়েছো তো নিচে কেন আসবে ? সুতরাং সদা উঁচু স্থিতিতে থাকা তোমরা মহান আত্মা, সবসময় এটা স্মরণে রাখবে । বাবার বাচ্চা হয়েছো আর তাই তোমরা বিশেষ আত্মা হয়ে গেছ । বিশেষ আত্মার প্রত্যেক সঙ্কল্প, প্রত্যেক বোল এবং কর্ম বিশেষ হবে । এইরকম বিশেষ বোল, কর্ম বা সঙ্কল্প এতই বিশেষ হতে হবে যাতে অন্যান্য আত্মারাও বিশেষ হয়ে ওঠার প্রেরণা পায় । তোমরা এমনই বিশেষ আত্মা ! যতোই সাধারণ দুনিয়ায় সাধারণ রূপে তোমরা পড়ে থাকো না কেন, তবুও তোমরা পৃথক অথচ বাবার প্রিয় । তোমরা কমল ফুলসম । তোমরা নোংরা হীন কোনকিছুর জালে আটকা পড়ে যাওনা, বরং অন্যদের ধূলাময়লা থেকে সরিয়ে আনো । আচ্ছা ।

২) নিজেকে সদা নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন মনে করো ? সদা নিশ্চয় বুদ্ধি অর্থাৎ সদা বিজয়ী হওয়া । যেখানে নিশ্চয় সেখানে স্বতঃই বিজয় । যদি জিত না হয় তবে কোথাও নিশ্চয়ের অভাব আছে । সেটা নিজের প্রতি নিশ্চয়ে হোক বা বাবার প্রতি নিশ্চয়ে, অথবা নলেজের নিশ্চয়ে, যে কোনও নিশ্চয়ের অভাব মানেই বিজয় হবেনা । নিশ্চয়ের লক্ষণ জয় । তোমরা তো এটা অনুভব করেছো, তাই না ! যারা নিশ্চয় বুদ্ধি মায়া তাদের টলাতে পারে না । তারা মায়াকে টলাতে পারে, কিন্তু নিজেরা অনড় থাকবে । নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন অটল থাকলে নিজেও অটল হবে । ফাউন্ডেশন যেমন মজবুত হবে, বিল্ডিংও তেমনই তৈরি হবে । নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন অনড় হলে তখন কর্মরূপী বিল্ডিংও অনড় হবে । মায়াকে তোমরা খুব ভালোভাবে জেনে গেছ, তাই না ! কেন এবং কখন মায়া আসে এই বোধোদয় তো তোমাদের হয়েছে, তাই না ! যাদের জানা আছে যে মায়া এই পথে আসে, তারা তো সেফই থাকবে, তাই না ! যদি জানা থাকে যে শত্রু কোথা দিয়ে কিভাবে আসবে, তবে সেই অনুযায়ী সেফটির ব্যবস্থা করবে, তাই তো ! তোমরাও যদি সমঝদার (বিচক্ষণ) হও, তবে মায়া কেন তোমাদের আক্রমণ করবে, মায়ার তো পরাজয় হওয়া উচিৎ । সদা বিজয়ী রত্ন তোমরা, কল্প-কল্পের

বিজয়ী – এই স্মৃতি দ্বারা সমর্থ হয়ে সামনে এগিয়ে চলো । কাঁচা পাতা পাখি খেয়ে নেয় । সুতরাং পাকা হও অর্থাৎ শক্তিশালী হও । পাকা হয়ে গেলে তো মায়ারুপী বিহঙ্গ খেতে পারবে না, সেফ থাকবে ।

৩) শান্তির সাগরের বাচ্চা তোমরা অনুক্ষণ শান্তির প্রতিমূর্তি হয়েছো ? বিশ্বে তোমরাই শান্তি স্থাপনাকারী আত্মা, এই নেশা আছে তোমাদের ? তোমাদের স্বধর্মই হলো শান্ত আর কর্তব্যও বিশ্ব শান্তি স্থাপন করার । যারা নিজেই শান্তস্বরুপ তারাই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারে । তোমরা শান্তির সাগর বাবার বিশেষ সহযোগী আত্মা । বাবারও এই কাজ সুতরাং বাচ্চাদেরও এই কাজ । অতএব, সদা শান্তির প্রতিমূর্তি হয়ে থাকো ; অশান্তির নাম মাত্রও হতে দিওনা । অশান্তির দুনিয়া তোমরা পরিত্যাগ করেছো । তোমরা এখন শান্তির দেব-দেবী হয়ে গেছ । তারা বলে শান্তিদেবা , তাই না ! শান্তি প্রদানকারী শান্তিদেব আর শান্তিদেবী হয়ে গেছ । এই কার্যে সদা বিজি থাকলে স্বতঃই মায়াজিৎ হয়ে যাবে । যেখানে শান্তি আছে মায়া সেখানে কিভাবে আসবে ! শান্তি অর্থাৎ আলোর সামনে অন্ধকারের অনুপস্থিতি । অশান্তি চলে গেছে । অর্ধকল্পের জন্য তোমরা আশান্তিকে বিদায় দিয়েছো । এইভাবেই তোমরা একে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছো, তাই না ! আচ্ছা ।

বরদানঃ – অমৃতবেলার মহত্বকে জেনে মহান হয়ে বিশেষ সেবাধারী ভব

সেবাধারী অর্থাৎ তোমাদের চোখ খোলার সাথে তোমরা বাবার সাথে বাবা সমান হওয়ার স্থিতি অনুভব করো । যারা বিশেষ বরদানের সময়কে জানে এবং বরদানের অনুভব করে, তারাই বিশেষ সেবাধারী । যদি এই অনুভব না হয় তবে তুমি সাধারণ সেবাধারী হলে, বিশেষ নয় । যাদের অমৃতবেলার, সঙ্কল্পের, সময়ের, সেবার মহত্বের জ্ঞান আছে, তারা এইরকম সর্ব মহত্বকে জেনে মহান হয় আর অন্যদেরও এই মহত্ব জানিয়ে মহান বানায় ।

স্লোগানঃ – জীবনের মহত্ব হল সত্যতার শক্তি, যাতে সকল আত্মারা নিজে থেকেই আনত হয় ।